আসুন নীচের শাস্ত্রাংশ গুলি দিয়ে শেষ করি:

"কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্র (যীশু খ্রীষ্ট) কে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে (যীশু খ্রীষ্ট) বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কেননা ঈশ্বর জগতের বিচার করিতে পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেন নাই, কিন্তু জগৎ যেন তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পায়। যে তাঁহাতে (যীশু খ্রীষ্ট) বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।"[৪]

"মনুষ্য পুত্র (যীশু খ্রীষ্ট) পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই, কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে, এবং অনেকের পরিবর্তে আপন (খ্রীষ্টের) প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিতে আসিয়াছেন।"[৫]

"কিন্তু যতলোক তাঁহাকে (যীশু খ্রীষ্টকে) গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার (খ্রীষ্টের) নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি (ঈশ্বর) ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।"[৬]

ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীস্টের বিষয়ে শাস্ত্র কি বলে?

সেগুলি বলে

- ঈশ্বর জগৎকে প্রচন্ড ভালোবেসেছেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্রকে (যীশু খ্রীষ্ট) দান করেছেন
- আমরা যদি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করি, তবে আমরা বিনষ্ট হব না (ঈশ্বরের ক্রোধের সম্মুখিন হবো না) কিন্তু আমরা অনন্ত জীবন পাব
- ঈশ্বর জগতের বিচার করতে যীশুকে পাঠান নি কিন্তু জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পায়
- আমরা যদি যীশুতে বিশ্বাস করি , তবে আমরা বিচারিত হবো না
- খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য নিজের প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে দিয়েছেন; অন্য কথায় খ্রীষ্ট মূল্য দিয়ে আমাদের কিনে নিয়েছেন
- সবশেষে, ঈশ্বরের সন্তান হতে গেলে, আমাদের যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করতে হবে

১. রোমীয় ৫ : ৬ - ১০
২. রোমীয় ৩ : ২৩
৩. ১করীন্থিয় ১৫ : ১-৪
৪. যোহন ৩ : ১৬ - ১৮
৫. মথি ২০ : ২৮
৬. যোহন ১ : ১২

(কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সঞ্চালনের জন্য)

আরও জানতে যোগাযোগ করুন
whoisjesus008@gmail.com

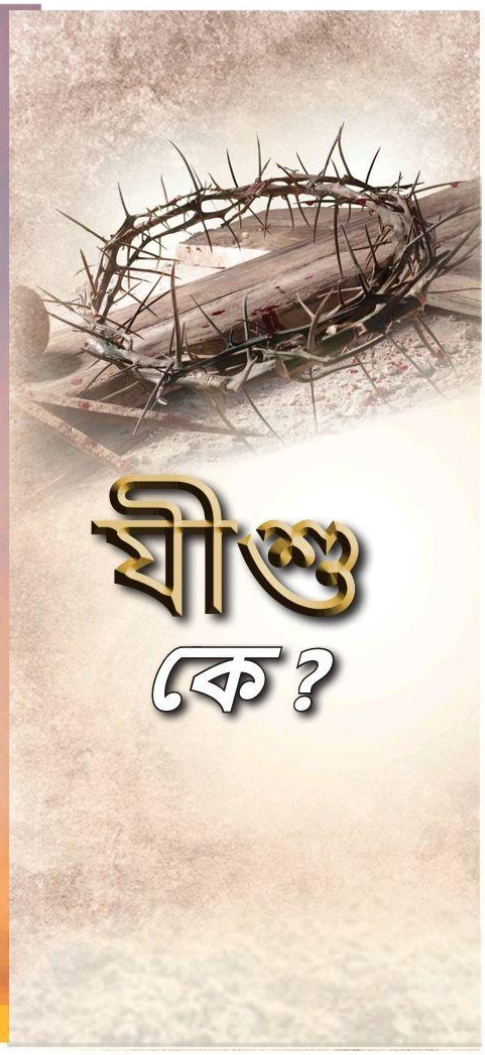

যীশু কে?

যীশু কে?

কেউ বলে যীশু খ্রীষ্ট একজন ভাল শিক্ষক, একজন ভাল মানুষ, একজন শক্তিশালী ভাববাদী ছিলেন; আবার অনেকে বলে তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন-মাংসে আবির্ভূত ঈশ্বর।

আপনি কি বলেন?
যীশুর জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল?
এটা জানা আমার জীবনের জন্য সমালোচনামূলক কেন?

এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে, আমাদের কয়েকটি শাস্ত্রাংশ পরীক্ষা করা প্রয়োজন যেন আমরা নিজেরা দেখতে পাই বাইবেল কি বলে।

আসুন আমাদের পড়া শুরু করা যাক।

"কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন। বস্তুত : ধার্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয়ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম , তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। সুতরাং; সম্প্রতি তাঁহার রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব। কেননা যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব।"[১]

"কেননা সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে [ঈশ্বরের গৌরবময় মানের অভাব পাওয়া গিয়েছে]।[২]

উপরের পদগুলি সব মানুষের বিষয়ে কয়েকটি সত্য উল্লেখ করে। সে গুলো বলে যে আমরা সকলে

- শক্তিহীন
- ভক্তিহীন
- পাপী, যারা ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়েছে
- ঈশ্বরের শত্রু (আমাদের পাপ পূর্ণ প্রকৃতির কারণে)
- যদি আমরা তাঁর পুত্রে বিশ্বাস না করি তবে ঈশ্বরের ক্রোধের সম্মুখিন হতে যাচ্ছি

উপরের শাস্ত্রাংশগুলি আরও বলে যে

- খ্রীষ্ট ভক্তিহীনদের জন্য মরেছেন (আমাদের সকলের জন্য)
- ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর নিজের প্রেম প্রদর্শন করছেন, কারণ যখন আমরা পাপী ছিলাম তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরেছেন
- খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা আমাদের ধার্মিক গণিত করা হয়েছে (ধার্মিক গণিত হওয়া, সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত হওয়া)
- খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের আসন্ন ক্রোধ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি
- খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা আমরা সম্মিলিত হয়েছি (ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছি)
- খ্রীষ্টের জীবন দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাবো

আরো পরিষ্কার ভাবে জানতে আরও পড়া যাক:

"হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার [শুভ সংবাদ] জানাইতেছি, যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি, যাহা তোমরা গ্রহণও করিয়াছ, যাহাতে তোমরা দাঁড়াইয়া আছ; আর তাঁহারই দ্বারা, অমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ। ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন।"[৩]

সুসমাচারের অর্থ শুভ সংবাদ। উপরোক্ত শাস্ত্র অনুযায়ী শুভ সংবাদটি কি ?

- শাস্ত্র অনুযায়ী খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছেন
- খ্রীষ্ট কবর প্রাপ্ত হয়েছিলেন
- শাস্ত্র অনুযায়ী খ্রীষ্ট তৃতীয় দিনে বেঁচে উঠেছিলেন (জীবিত হয়েছিলেন)

সেগুলি আরও বলে যে আমাদের প্রয়োজন

- এই শুভ সংবাদ গ্রহণ করা ও বিশ্বাস করা
- এই শুভ সংবাদে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা ও ধরে রাখা দরকার
- এই শুভ সংবাদের মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি